কথিত গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলে হাদীস আন্দোলন!

না তারা নিজেরা ষড়যন্ত্রকারী ?

এ. এস. এম. ওবায়দুল্লাহ গযন্‌ফর

সেক্রেটারী সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে
আহলে হাদীস, সাতক্ষীরা

কথিত গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলে হাদীস আন্দোলন ! না, তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রকারী ?

এ.এস.এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর
সেক্রেটারী
সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস
মোবা: ০১৭১২-৬৪০০৫৫

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
এ. এস. এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর
ফাজেল দারসে নিজামী
ফাজেল আরবী, এম.এ (করাচী ইউনিভার্সিটি)
জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
সেক্রেটারী
সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস
প্রাক্তন প্রভাষক
পাটকেলঘাটা হারুন-অর-রশিদ কলেজ
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
শহীদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৩

কম্পিউটার কম্পোজ
আব্দুল্লাহ-আল মামুন

মূল্য
২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাতক্ষীরা শহর আহলে হাদীস জামে মসজিদ, সাতক্ষীরা।
ও
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
৪ নাজির বাজার লেন, আব্দুল মাজেদ রোড
ঢাকা, ১১০০।

কথিত গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন! না, তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রকারী?

ভূমিকা

আমার এক বন্ধু অনেকদিন পূর্বে সমাজতন্ত্রীদের একটা কথা বলেছিল, ঐ সময় যখন আসাদুল্লাহ আল গালিব জমঈয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আলাদা সংগঠনের নামে 'একটি সুপ্রাচীন আদর্শবাদী কোরআন ও সুন্নাহর পতাকাবাহী একমাত্র সংগঠনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু করেছিল, কথাটা ছিল 'শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীর সংঘাত' এইবার লা মাজহাবীদের দুই দল হয়ে সংগঠনটার বারো বাজবে'! সে অনেক আগের কথা তারপর মাওলানা আব্দুস সামাদ কুমিল্লারা আলাদা হলেন। অধ্যাপক রেজাউল করিম বেরিয়ে গেলেন, মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফী বিদ্রোহ করলেন আলাদা দল হলো পাল্টা-পাল্টি বহিষ্কার করা হলো, এরপর জনাব ডঃ মোসলেহ উদ্দীন এর কাছে গালিব সাহেব মাগলুব হলে, নানা কেসে জড়িয়ে পড়লে, সীমাহীন দুর্নীতির ফিরিস্তি প্রকাশ পেল।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠসহ বহু বিজ্ঞপ্তি পাল্টা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। শেষ পর্যন্ত সালাফী সাহেবের সাদা জোব্বায় জুমআহ এর দিন রং মেরে রঙিন করা হলো। এসবই করলো তারা নিজেরা। এর কোনো ব্যাপারে 'স্থবির আদি দল জমঈয়ত' করতে যায়নি। 'যাদের শীল তাদের নোড়া' এখন অনেক দিন পর জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন গভীর ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে এক পুস্তিকা লিখে ফেললেন আর তার সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন অধ্যাপক শেখ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে। আমার হাতে এই বইখানা বেশ কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত হতে পৌছেছে, এর একটা বিহিত করার জন্য। আমি এ সব ব্যাপারে এর অনেক আগে হতেই অনেক কিছু লিখে প্রকাশ করেছি। বুলেটীন ১০ হতে ১৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোতে। কিন্তু কথিত 'গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলে হাদীস আন্দোলন' এতে কিছু এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে যার প্রতিবাদ করতে পুনরায় এই ব্যাপারে লেখনী ধরতে হলো।

লেখকের ব্যাপারে আমার তেমন কিছু জানা নেই, তবে শেখ রফিককে তো আমি ভাল করেই চিনি ও জানি। এই সেই শেখ রফিক যে গালিব সাহেবের ব্যাপারে তার 'ডক্টরেট ডিগ্রী' অর্জনের অনেক আগে 'ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়ে' বিভিন্ন

দুতাবাসে আরবীতে যে পত্র লিখেছিল এবং তাতে যে অসত্য, অলিক, মিথ্যা তথ্য দিয়ে, সৌদি দুতাবাসসহ অন্যান্য আরব ভাইদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। যে কারণে মরহুম আল্লামা ড. এম এ বারী সাহেবকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছিল। আবারও সেই শেখ রফিক নতুন বিভ্রান্তি ছড়াতে তৎপর হওয়ায় কিছু না লিখে পারলাম না। এখন দেখা যাক কথিত আহলে হাদীস আন্দোলনের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে না তারাই 'আন্তর্জাতিক সংগঠন, জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী।' যারা জমঈয়ত শব্দ শুনতে পারে না তারা এতদিন পরে জমঈয়তের গঠনতন্ত্র নিয়ে এত গবেষণা শুরু করলো কেন? আমরা এ আলোচনা তথ্যভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। কোন তথ্য ভুল হলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করবো ও সংশোধনের জন্য ভবিষ্যতে চেষ্টা করব। আমরা সাধ্যমত নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করেছি, তারপরও মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ রইল।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللهِ

সূচনা ঃ

জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রসঙ্গে ঃ

----- بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب
کچھ تو ہے جسکی پردہ داری ہے

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সাংগঠনিক বয়স পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় হতে নিয়ে এ পর্যন্ত ৬৬ বছর হতে চললো উভয় বাংলার 'আজাদে ছানী' দ্বিতীয় আজাদ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিংহ পুরুষ, অবিসংবাদিত নেতা মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়সী, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান প্রজ্ঞা মেধা মনন দিয়ে জমঈয়তের দাওয়াতকে তদানীন্তন উভয় বাংলা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে কানাচে পৌছে দিতে যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে এ দাওয়াতকে সর্বস্তরের মুসলিম ভাইদের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন তা সোনালী অক্ষরে লেখা এক ইতিহাস ও জাতীয় সম্পদ যা তিনি তার বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে মাসিক তরজুমানুল হাদীস, আহলে হাদীস পরিচিতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরে পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলাসহ আসাম পর্যন্ত এর পরিচিতি উপস্থাপন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, আহলে হাদীস কোন মাযহাব নয় বরং কোরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার একটি আন্দোলন। তাঁর বিরচিত প্রথম গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য, যখন বর্তমান কথিত আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জন্মগ্রহণ করেনি। সেই সময় তিনি বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট মতাদর্শ যা আহলে হাদীস আন্দোলনের স্বপক্ষে লালন করতেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থাপন করে।

اِحْقَاقَ حَقٌّ وَ اِبْطَال بَاطِلْ দুধ দুধ পানি পানি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হলেও তিনি যে আহলে হাদীস আন্দোলনের সেনাপতি একথা ভুলে যাননি বরং বলা চলে আল্লাহ তায়ালা তাকে 'আহলে হাদীস আন্দোলন' প্রতিষ্ঠার জন্য পয়দা করেছিল। রংপুরের হারাগাছ হতে পাবনার বাঁশ বাজার, সেখান হতে ঝাউডাঙ্গা বাজার নিরন্তর ছুটেছেন দুর্বার গতিতে। পৌছে দিয়েছেন দ্বীনের দাওয়াত কিন্তু তা নিয়ে কথিত আন্দোলনের হোতাদের কি? তিনি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কি বললেন না বললেন তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন, তারা তো তার অবদানকে অস্বীকার করে শুধু তাই নয়, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধাবোধও করে না।.....

বেশ কিছুদিন পূর্বে তাদের এক আল্লামা সাহেব কাকডাঙ্গা মাদ্রাসায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আল্লামা মরহুম আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) কে যেভাবে উপহাসের ছলে উপস্থাপন করলো তারপরও কি আমরা ভাববো যে তাদের মধ্যে আল্লামা মরহুমের ব্যাপারে, তাঁর আন্দোলনের ব্যাপারে, তাঁর লেখনীর ব্যাপারে, তাঁর নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে, তাঁর রেখে যাওয়া জীবনের সাধনার ব্যাপারে কোন শ্রদ্ধাবোধ আছে? শুধুমাত্র বেনামাজীদের মত لا تقربوا الصلوة নামাজের কাছে যেও না আল্লাহর নির্দেশ বলে প্রচার চালিয়ে নামাজ হতে দূরে থাকার বাহানা খোঁজা....।

তারপর তাদের তাহরীক নামক মুখপত্রে ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাতে (পৃ ৪১-৪২) গালিবের সামনে সাতক্ষীরায় এক অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে (৪১ পৃঃ) সেরে পাঞ্জাব মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখের গতিশীল নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় আহলে হাদীস সংগঠন অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স মওজুদ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) 'সৃষ্ট কথিত আদি দলের' বর্তমান নেতা সম্প্রতি অধিক উৎসাহে আমীরে জামায়াতের বিরুদ্ধে গীবতী সফর করে চলেছেন'।

সুধী পাঠক মন্ডলী : আল্লামা মরহুম আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহঃ) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জমঈয়তের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ এখানে স্পষ্ট। প্রতিবেদনে আরও বহু অসত্য ও অলিক মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক কথা আছে যা এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই। আমরা শুধু তাদের বর্তমানে আল্লামা মরহুমের প্রতি উপচে ওঠা আবেগের জন্য এ কথাগুলো উল্লেখ করলাম।

তারপর আল্লামা মরহুম পাক ভারত ১৯৪৭ এ বিভক্তির পর ১৯৫৭ সালে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র নামে, সদর দফতর ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা হতে যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন সেখানে ভূমিকায় তিনি বলেছেন "যে সকল কর্মী আহলে হাদীস আন্দোলন ও জামায়াতের জন্য মেধাদান করিতে আগ্রহান্বিত, এই গঠনতন্ত্র আশা করি তাহাদের কর্মপথের সহায়ক হইবে এবং ইহার দোষ ত্রুটিগুলি তাঁহার রচয়িতার জীবনে বা মরণের পর পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুক্ত কনফারেন্সে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু পুনরায় সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ইহার আক্ষরিক অনুসরণ কর্মীগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইবে।"

এই গঠনতন্ত্র আহলে হাদীস আন্দোলনের মূলমন্ত্র কালেমা তৈয়েবা – لا اله الا الله محمد رسول الله দিয়ে শুরু, আজ কথিত আন্দোলনের কর্মীরা এই কলেমা এক সাথে লেখা ও পড়াকে বৈধ মনে করছে না। উক্ত গঠনতন্ত্র যেটি মরহুম আল্লামা কর্তৃক বিরচিত তার ৬পৃ: ৮নং ধারায় তিনি পুনরায় একত্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ এর তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন তারপরই ৮নং ধারার (খ) তে বলেছেন : "মোহাম্মদী জামাআতে প্রবেশ এবং আহলে হাদীস আন্দোলনে' যোগদান করার জন্য ভর্তি ফিস (Admission fee) নাই। কাহারো হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করার বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে 'ইমাম অথবা আমীর মান্য করা আবশ্যক নয়।"

জমঈয়তে আহলে হাদীস নিখিলবঙ্গ ও আসাম এর প্রাণ পুরুষ, পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের অবিসংবাদিত নেতা মরহুম আল্লামা সাহেবের উক্তি দিয়ে লেখক যে কথা বুঝাতে চেয়েছে তাতে আমরা যা বুঝেছি তা হলো মরহুম আল্লামা সাহেব বলেছেন 'জামায়াতে ইসলামীতে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ অলীক (মিথ্যা), আহলে হাদীস আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।'

সুধী পাঠক! আমি মোটেই জামায়াতে ইসলামীর ছাফাই গাচ্ছি না বরং আহলে হাদীস বুলেটিন (৪/৫) এ জমঈয়তে আহলে হাদীসের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর বহু পূর্বে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন কথা হলো বর্তমানে আহলে হাদীস আন্দোলনের নামে দলটি যে কথা বলতে চাইছে তা হলো জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ এক নয় বরং বিপরীত। আর এ কথা আহলে হাদীস সমাজে সর্বজনবিদিত। কিন্তু যারা আজ কালেমায়ে তাইয়্যেবা নিয়ে তামাশা করছে সে সম্পর্কে আল্লামা সাহেবের ভাষ্য কি? তারা যে বায়আতের দাবী করে তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তি পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জোর আন্দোলন চালাচ্ছেন সে সম্পর্কে মরহুম আল্লামা কি বলেছেন বা তাঁর নীতি ও আদর্শ কি তাতো তারা বলতে পারলেন না। বিদেশী অর্থ ও নেতৃত্বের লোভে শতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠনকে ভেঙে চুরমার করা হলো আর বলা হলো ১৪ বছর আল ইমরানের ১০৩ আয়াত পড়েনি এটা সম্পর্কে লেখক তো কিছু বললো না। আমাদের আপত্তি হলো সুবিধাবাদীদের মত আল্লামা মরহুমের নামের অপব্যবহার আবার স্বার্থের খাতিরে তাঁর কথা অমান্য করা এ দৈত নীতি চলতে পারে না। জমঈয়ত ও আল্লামা মরহুমকে কেউ মানবে তো তাঁর কথার উদ্ধৃতি দেবে জমঈয়ত

মানবে না আল্লামা মরহুমের বিরুদ্ধে কটূক্তি করবে আবার প্রয়োজনে তাঁর কথা বলবে আমরা এ নীতির চরম প্রতিবাদ জানাই, সাথে সাথে এ নীতি কাদের সে কথা উলামায়ে কেরাম ফোজালায়ে ইজামদের মনে করে নিতে বলি।

আমরা এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে যাবো না, শুধুমাত্র এতটুকু কথা সুধী পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরতে চাই যে তারা কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছে। একদিকে জমঈয়ত ও জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতাকে সমালোচনা করা, আবার অন্যদের সামনে তাঁর কথা তুলে ধরে নিজেদের কৃতিত্ব বাড়ানো এবং এমন ভাব যে আমরা মরহুম আল্লামাকে কত মানি। যা হোক এ প্রসঙ্গে এখানে শেষ করে আমরা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলবো।

'ঢাকা সম্মেলন প্রসঙ্গে'

লেখক ও সম্পাদক সাহেবদ্বয়ের ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে বয়স কত ছিল আমার জানা নেই, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় তাদের উভয়ের কেউই ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না। ১৯৭৯ সালে করাচী হতে ফিরে মহসিন হলে গালিব চাচার রুমে আমার কয়েকদিন থাকতে হয়, সে কয়দিন জমাত ও জমঈয়ত নিয়েও কথা হয় এবং যুব সমাজকে জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে একত্রিত করার একটা প্রয়াস চালাতে আমি তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেই। আর সে কারণে সাতক্ষীরা হতে সেই সময় দু'বাস কর্মী আমারই নেতৃত্বে ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল। লেখকের তো কোন পাত্তা থাকার কথা না আর সম্পাদক তো তখন কোথায় কে জানে? আমার স্পষ্ট মনে আছে সে দিনের সে সম্মেলন সফল হয়েছিল শুধু ড. স্যার মরহুম ছিলেন বলেই, তাঁর ঘাড়ে চড়েই সারাদেশে সে ঘুরেছে এবং ঐ সম্মেলনের প্রথমদিনই ড. স্যার তার মন ও মানসিকতার জন্য এবং তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে এ কথা বুঝতে পেরে ড. মরহুম আফতাব আহমদ (রহঃ) এর উপর দায়িত্ব দিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যান। এরপর ড. রহমানী মরহুম ও সংক্ষিপ্তভাবে সভার কাজ শেষ করতে গেলে আমি ক্রীড়া সংস্থার ঐ হলের স্টেজে যেয়ে এর প্রতিবাদ করি যে কথা ছিল জেলা প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন কিন্তু তাঁদের শুধু সালাম বিনিময়ের সুযোগ দেয়া হচ্ছে কেন? যা হোক প্রথম দিনের সম্মেলন যেন-তেন প্রকারে শেষ হয়। পরদিন সকালে বংশাল আহলে হাদীস জামে মসজিদে প্রতিনিধি সম্মেলনের কথা তো গালিব সাহেবের ভুলে যাওয়ার নয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে গন্ডগোলের ভয়ে এবং ঢাকাবাসী যুবকদের দাবীর প্রেক্ষিতে গালিব সাহেব প্রথমে লুকিয়ে ছিলেন।

মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর উপর দায়িত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলেরা বললো, গালিব যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় তাহলে আজ যুব সংঘের শেষ দিন। মাওলানা শামসুদ্দীন আমাকে পেয়ে দৌড়ে এসে বললেন গযনফর ভাই একটা কিছু করেন। আজকের এ বেলার প্রোগ্রাম যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিকালের সেমিনার তো কি হবে আল্লাহই জানেন, দেখেন কি করবেন? আমি বললাম গালিব কই? বললেন পাশে আছে। অবস্থা শান্ত না হলে এখানে আসতে পারবে না। আমি তাকে বললাম এ পরিবেশ শান্ত করতে আমি যা বলি তাই করতে হবে। তখন তিনি বললেন : বলেন, আপনি যা বলবেন তাই হবে। বললাম মসজিদের মাইকে এলান করে দিন সমস্ত কর্মী মসজিদের ভিতর হতে বাইরে চলে আসবে। তারা প্রত্যেক জেলা হতে মাত্র দুজন এবং ঢাকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী মাত্র ভিতরে থাকবে। আমার পরামর্শ মাওলানা শামসুদ্দীনের পছন্দ হলে তিনি তাই করলেন। এরপর ঐ মসজিদের মোতাওয়াল্লীকে সাথে নিয়ে গালিব সাহেব মসজিদে আসলে আমি বললাম চাচা আপনি কোন জেলার প্রতিনিধি? যা হোক পরিবেশ শান্ত হলে আবারও তাকে দায়িত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি করা হলো। এ কথার স্বীকৃতি আমার চাচা তার চাচাতো বোন রোকেয়া খাতুন (মরহুমা) এর বাড়িতে লালমাটিয়ায় তার বড় ভাই জনাব আব্দুল্লাহেল বাকীর সামনে বলেছিল যে 'যুব সংঘের ব্যাপারে ওবায়দুল্লাহ আজ যে ভূমিকা পালন করেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার এ কঠোর ভূমিকা না হলে আজ হতে যুব সংঘ বিলুপ্ত হয়ে যেতো'।

তারপর ৬ এপ্রিল তারিখ ইসলামী ফাউন্ডেশন হলে মোহতারম ফুয়াদ আব্দুল হামিদ (রহঃ) কে নিয়ে যে প্রোগ্রাম হলো তাও তো একমাত্র ড. মরহুমের ব্যক্তিত্বের কারিশমায় দুটো প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে সেদিন যুব সংঘও তার প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি হলো সারাদেশে। এ ঘটনা যদি কেউ অবিশ্বাস করে তার প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো আমাকে গালিবের মুখোমুখি করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে। আর ভাই মাওলানা শামসুদ্দীন তো এখন বেঁচে আছেন তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপরদিকে বি.এল কলেজের জনাব ইয়াকুব আলী ও বান্দিকাঠির মৌলভী আনিসুর রহমান তো এখন মরেননি। অথবা এ ব্যাপারে আমি স্বয়ং আন্দোলন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবীদারকে লেখক ও সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করতে বলবো আমার কথা সঠিক কিনা?

লেখক পুস্তিকার ৬পৃষ্ঠায় বলেছে : 'এভাবে মুরব্বী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে যুব সংঘ এর দূরত্ব সৃষ্টির প্রভাব আরো তীব্রতর হয়।..... ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ..... সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে। একই বছর ২৮

শে ডিসেম্বর জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস নামে নতুন যুব সংগঠন কায়েম করে।

পাঠক মন্ডলী, এই সব অর্বাচীন লেখকদের কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথা বলার দরকার হয়। গালিব নিজে মরহুম ড. এম. এ বারী (রহঃ) এর নিকট হতে ৮৯ হাজার টাকা শুব্বানের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি ও সার্বিক প্রস্তুতির জন্য on behalf of subban লিখে ড. স্যারের কাছে রক্ষিত চেকের মুড়িতে নিজে টাকা গ্রহণ করে মু. আঃ গালিব বলে স্বাক্ষর করে। এ ঘটনা কি এ নাদানেরা জানে? এবং সেই টাকার হিসাব চাওয়াই ড. স্যারের সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আমি নিজে সেই স্বাক্ষরিত চেকের মুড়ি দেখেছি তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে আরও শত শত লোক দেখেছে। এই টাকাই হলো কাল। 'টগবগে তরুণ' আব্দুল মতিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তার বাসায় যাত্রাবাড়িতে যারা মিটিং করে জমঈয়তের বিরুদ্ধে 'জমঈয়তে আহলে হাদীসের অভ্যন্তরে' কারা প্রচার করেছিল? যারা কোনোভাবে জমঈয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না এদের সকলকে তো আমি বহু পূর্ব হতেই চিনি/চিনতাম জনাব মাওলানা আব্দুস সামাদ কুমিল্লা, শাইখ মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফী, শাইখ মাওলানা আব্দুল মতিন সালাফী, শাইখ মাওলানা মোসলেম উদ্দীন আর গালিব সাহেব। এদের বিদ্রোহ যখন চরম পর্যায়ে তখন তাদের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও সম্পর্কহীনতার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যেমন কোনো সন্তান পিতার অবাধ্য হয়ে চরম পর্যায়ে যায় এ ছেলে কোন পর্যায়ে যখন পিতাকে সমীহ না করে, সম্মান না দেখায় তখনই কিন্তু পিতা অনেক সময় সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, আমার ছেলে আমার অবাধ্য সে দীর্ঘদিন হতে নানা অপকর্মে লিপ্ত তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তার সাথে কেউ কোনো লেনদেন করলে নিজ দায়িত্বে করবেন ইত্যাদি ঠিক তেমনিভাবেই এই পঞ্চ পান্ডবের অবাধ্যতা যখন সীমালঙ্ঘন করেছিল জমঈয়ত সভাপতি ও তাঁর সংগঠনের অবমাননাকর আচরণ তারা করে চলেছিল তখন জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির .... সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

তারপর তারা যে কথাগুলি বলতে চেয়েছে তা একান্তভাবে মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু না আর তা হলো তারা নাকি দীর্ঘদিন ধরে মীমাংসার চেষ্টা করেছে। আমি তাদের এই ধরনের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করতে বলছি, তা তারা পারবে না

نہ خنجر اٹھیگا نہ تلوار ان سے
یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہے

আমি ও সাতক্ষীরার প্রফেসর আব্দুল জলিল সাহেবের প্রচেষ্টার কথা না হয় বাদ দিলাম। জনাব আনোয়ার কায়সারের সাথে লিখিত ঐতিহাসিক সনদের (চুক্তির) কথা কি লেখক ও সম্পাদক সাহেব জানেন? তার মধ্যে যে কথাগুলো বলা হলো তা কিভাবে বানচাল করা হলো এবং ঐ চুক্তির পরদিন আমির সাহেব আনোয়ার কায়সারকে যে পত্র লিখেছিল তা কি তারা কখনও শুনেছে। তারপর কথিত নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুস সামাদের লেখা জমঈয়তকে প্রদত্ত পত্রের কথা কি তারা কখনও শুনেছে? তাহলে তারা কোন মুখে বলে যে মীমাংসা করার অনেক চেষ্টা করে, ব্যর্থতার দায় জমঈয়তের উপর চাপাতে চায়!

جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہے خرد کا جنوں
جو چاہے اپنا حسن کرشمہ ساز کرے

কোন উর্দু কবির এ কথা বুঝতে ব্যর্থ হলে আমীর সাহেবের কাছে তরজমা করে নিতে বলবো।

সুধী পাঠক, তাদের মীমাংসার দাবী সর্বৈর্ভ মিথ্যা ভাওতাবাজী ছাড়া কিছু নয়। সত্যের উপর যদি তা প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে প্রথম দিকের সমস্ত হাওয়ারীরা সব একযোগে বায়আত ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করলো কেন? সম্পাদক সাহেব এ কথার উত্তর কি? এরপর কুচক্রী মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন সাবারা কি করলো, কেন করলো, কিভাবে করলো ও বর্ণনায় আমি যেতে চাচ্ছি না। কারণ এই সব লোক নিয়ে যেদিন জমঈয়ত বিরোধী আন্দোলন করে শতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠনকে ধুলিস্যাৎ করতে তারা সহযোগী ছিল ততদিন তারা কতই না ভাল; যেই তারা আমীরের কু-কৃত্তির কথা প্রকাশ করলো এবং আখেরাতে কামিয়াবীর শর্তে বায়আত করলো তারা তখনই পরকালীন স্বার্থে আবার বায়আত ভাঙলো এখন তারা কু-চক্রী মোনাফেক। সুন্দর বিচার লেখক ও সম্পাদকের। যেহেতু আমার দলে থাকলে সব অপকর্ম মাফ আর আমার দল ত্যাগ করলে তারা সব কু-চক্রী মোনাফেক! বিচার নিশ্চয়ই একদিন হবে সেদিন এ সব কথা বলার কৈফিয়ত দিতে হবে।

সুধী পাঠকমন্ডলী, লেখক ও সম্পাদক এক পর্যায়ে জমঈয়ত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বৈধতা তালাশ করতে কিছু সংখ্যক উলামায়ে আহলে হাদীস যথা মরহুম মাওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী ও মরহুম মাওঃ হাবিবুল্লাহ খান রহমানী যারা আমার আব্বার মরহুম মাওলানা মতিউর রহমান সুবাদে আমার উস্তাদতুল্য ছিলেন, তাঁরা কেন জমঈয়ত হতে আলাদা হয়েছিলেন তাঁদের বিচার করার মত ধৃষ্টতা আমি দেখাতে চাচ্ছি না তবে এতটুকু বলবো ড. আল্লামা এম. এ বারী

দীর্ঘ ৪৩ বছর কি জোর করে জমঈয়ত সভাপতি ছিলেন? তিনি বহুবার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন উপদেষ্টা থেকে, অন্যকে দিয়ে জমঈয়ত পরিচালনা করাতে চেয়েছেন কিন্তু জমঈয়তের একজন সদস্যও সে ব্যাপারে তাঁর জীবদ্দশায় রাজি হয়নি, তাই তিনি সভাপতি ছিলেন এবং ১ম বারও জেনারেল কমিটির সদস্যরাই তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করে এতে জমঈয়ত সভাপতি ড. এম এ বারীর কি দোষ? এক সংগঠনে তো আর একাধিক সভাপতি হতে পারে না। আর তাই তারা দূরে ছিলেন কিন্তু বর্তমানের মত জমঈয়তের সাথে শত্রুতা ছিল না। এরপর লেখক গাইবান্ধার কু-চক্রী মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন সাবা কথা বলেছে। আমার মনে হয় অধ্যাপক রেজাউল করিম এর কথা বলতে চেয়েছে লেখক সাহেব এটাই হলো দুনিয়ার এক নিষ্ঠুর নিয়ম যেমন করবে তেমনই তোমার সাথে করা হবে' Tit for tat তোমাদের গুরু তার গুরু মরহুম ড. এম এ বারীর সাথে যে আচরণ করেছে এই ইবনে সাবা পূর্ববর্তী ইবনে সাবার নিকট হতে কিভাবে মুনাফেকী করতে হয় তার প্রশিক্ষণ নিয়ে যে অস্ত্র গালিব ড. এম এ বারীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে সেও সেই অস্ত্র ঠিক অনুরূপভাবে ব্যবহার করেছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! – تلك الايام نداولها بين الناس এমনটাই হওয়ার কথা ছিল, তা না হলে আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যাবে। তাছাড়া পরবর্তীতে অন্যরা যারা অন্য অপবাদ দিয়ে চলে গেল এদের ব্যাপারে লেখক চুপ থাকলো কেন বুঝতে পারলাম না। তা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে ছলুল না অন্য কিছু। আমরা এ ব্যাপার নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করতে চাই না। শুধু বলতে চাই কারও অপমান করলে 'অপমান হতে হবে তাদের সমান'।

শাইখ আব্দুল মতিন সালাফী প্রসঙ্গ

সুধী পাঠক! এই মহাত্মন সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন, আমি জানি না, তবে ইনি যে নাটের গুরু তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সৌদি সরকারের বহু সংখ্যক 'মাবউস' যাদের মধ্যে অনেক হানাফীও ছিল বা আছে। বাংলাদেশে সৌদি সরকারের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালাতে কেউ মোবাল্লেগ হিসাবে কেউ শিক্ষক হিসাবে কাজ করতো, জনাব আব্দুল মতিন সাহেব আহলে হাদীস হওয়ার সুবাদে মোহতারম ড. এম এ বারী মরহুমের সুনজরে পড়েন এবং তাকে অত্যন্ত আপন করে নেন জমঈয়তের স্বার্থে। এমনকি কুয়েত সফরে সালাফীকে তাঁর দো'ভাষী হিসাবে সাথে রাখেন। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এনজিওরা এদেশে কাজ করা শুরু করে তখন ড. স্যার পাঁচজনের উপর এই সকল এনজিওদের সাথে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব প্রদান করেন। ড. স্যার তখন নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি এর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। মাওলানা আব্দুস সামাদ কুমিল্লা, মাওলানা আব্দুল মতিন সালাফী, মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফী, মাওলানা মোসলেম ও সে সময়ের সহ অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল গালিব। মোহতারাম সভাপতির ব্যস্ততা, জমঈয়তের নামে বিভিন্ন সংস্থার আন্তরিকতার সুযোগ নিয়ে এবং তাদের বিপুল পেট্রোডলারের ভান্ডার দেখে আর সামলাতে না পেরে যুব সংঘকে নিয়ে বিদ্রোহ করলে পরবর্তীতে তাদের আর বাগে আনা সম্ভব না হওয়ায় আলাদা করে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে জমঈয়ত ভাঙার ভূমিকায় আব্দুল মতিন সালাফী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। তিনি সভা সমিতিতে পীরদের সমালোচনা করতে কিছুটা লাগামহীন হয়ে যান। যে কারণে সরকার তার ভিসার মেয়াদ আর বাড়ায়নি কিন্তু এ দোষও জমঈয়তের উপর, জমঈয়ত যেন বিদেশীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর দায়িত্বে-যা হোক, জমঈয়ত ও জমঈয়ত সভাপতির প্রতি তার বেআদবীর সীমা ছাড়িয়ে যায় আর সরকার তার ভিসার মেয়াদ না বাড়ালে তখন তাকে 'পত্র পাঠ বিদায় নিতে হয়'। তার সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতিবেদন লেখা যেত কিন্তু এখন বাকী থাকলো, পরবর্তীতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে শুনলাম তিনি মারা গেছেন তাই আর সমালোচনা নয়।

১৯৮৯ এ সম্পর্কহীনতা ও শুব্বান গঠন

লেখক ইতিপূর্বে সম্পর্কহীনতার কথা বলে এর জন্য জমঈয়তের নেতৃত্বকে দায়ী করার অপচেষ্টা করেছে আর তা এতদিন পরে বলতে আসারই বা কি দরকার। আসলে সম্পর্ক ছিল কবে এটা আমি তালাশ করতে চেষ্টা করেও পায়নি। যুবসংঘ নামক সংগঠন যখন গড়ে ওঠে সেখানে তাদের গঠনতন্ত্র দেখলে সহজে প্রতীয়মান হবে মূল সংগঠনের সাথে তার কোন ধরনের সম্পর্ক হবে তা উল্লেখ থাকার কথা, যেমন শুব্বানের আছে তারা একথা বলে যে, আমরা জমঈয়তের অধীনে তার অনুগত একটি সংগঠন কিন্তু জমঈয়তের সাথে যুবসংঘের কি সম্পর্ক হবে, তাদের কাজের পরিধি কতদূর হবে ইত্যাদি কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে বলে মনে হয় না। পরবর্তীতে কি হয়েছে জানি না। তাহলে জমঈয়ত সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করলো কি করলো না তাতে তাদের কি এসে যায়। তারা তো অনেক গতিশীল, তাহলে শুব্বান গঠন করলো কি করলো না তাতে তাদের মাথাব্যথা কেন? ঐক্যের চেষ্টার কথা আমরা আগেও বলেছি এর চেয়ে মিথ্যাচার জমঈয়তের সাংগঠনিক জীবনে আর আছে বলে আমার মনে হয় না।

জঙ্গীবাদ প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে যত মাযহাব দল সম্প্রদায় ধর্মমত আছে আর যারা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে প্রত্যেক দলই নিজকে সঠিক পথের অনুসারী ও পরকালীন জীবনে তারাই সফল এ কথা দাবী করে। كل جزب بما لديهم فرحون আল্লাহ এ কথা ঘোষণা দিয়েছেন– আল কুরআন। তাহলে আহলে হাদীস মতাদর্শ যে আদর্শের ভিত্তিতে দলে দলে বিভক্ত হলো আন্দোলনের আমীর যে কারণে দীর্ঘ ১৪ বছর আল ইমরানের ১০৩ আয়াত পড়লো না বা তার কার্যকারীতা বাতিল করে রেখে দিল যাদের যুবকেরা দলে দলে যুবসংঘ ও তারপর সেখান হতে জে.এম.বিতে গেল শুধুমাত্র পরকালীন কামিয়াবীর জন্য এখন জঙ্গীবাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবী করলে আমরা তার প্রমাণ দিতে যাচ্ছি। ----- ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

এ পর্যায়ে আমরা 'ভোরের ডাক' নামক পত্রিকার ১৯ শে মার্চ ২০০৯ এর একটি প্রতিবেদন, **জঙ্গীবাদের গুরু ড. গালিবকে হন্যে হয়ে খুঁজছে গোয়েন্দারা** কোন মন্তব্য ছাড়াই উপস্থাপন করছি, যা লিখেছেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ (যদিও বাম) কলামিষ্ট ভাষ্যকার গাফফার খান চৌধুরী (আব্দুল) তার লেখা যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহলে তার কোন প্রতিবাদ দেশের কোন পত্রিকায় কোন পর্যায়ে দেখি না। তাহলে মৌনং সম্মতি লক্ষনং, যার আরবি হলো السكوت من الرضا

মন্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

জঙ্গীবাদের গুরু ড. গালিবকে হন্যে হয়ে খুঁজছে গোয়েন্দারা স্বাধীনতার আগেই এদেশে জঙ্গি তৎপরতা শুরু হয়

আঃ গাঃ চৌধুরী ঃ বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের গুরু আহলে হাদীস মতাদর্শের নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব এখনো বহাল তবিয়াতে রয়েছেন। একই সাথে তার কার্যক্রমও চলছে। সর্বশেষ ২০০৮ সালের শেষের দিকে নওগাঁ জেলা কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আরো জোরালোভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে বলে গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানায়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তার মাধ্যমে জঙ্গীদের সব তথ্য পাওয়া যাবে বলে তাদের ধারণা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই এদেশে জঙ্গীবাদের গোপন আস্তানা গড়ে ওঠে। সেই থেকে

গোপন কার্যক্রমও চলে আসছে। ওই সময় জঙ্গীদের কার্যক্রম ছিল অনেকটা পাকিস্তানি মদদপুষ্ট। তারা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম চালাতো অত্যন্ত গোপনে। মূলত তখন থেকেই তারা সংগঠিত ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জঙ্গীদের কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জঙ্গীরা নতুন গতি পায়। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা নানাভাবে জঙ্গীদের মদদ যোগায়। এরপর ১৯৭৯ সালে জঙ্গীবাদের পুরোপুরি উত্থান ঘটে। আহলে হাদীসের মাধ্যমে এদেশে জঙ্গী কার্যক্রম চালু হয়। এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব। দুই কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করে আহলে হাদীস নামে একটি সংগঠন চালু করেন তিনি। তহবিলের টাকা যোগাড় করা হয় মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদালয়ের স্কলারশিপ ও নানা আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যান। এই সময় তিনি বাংলাদেশে ইসলামী আইন কার্যকর করার অঙ্গীকার করেন। এজন্য অর্থনৈতিক সাহায্য জরুরি বলে প্রস্তাব করেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় দাতারা অর্থ সাহায্য অব্যাহত রাখে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা বলে এসব টাকা যোগাড় করা হয়। শুরু হয় সাংগঠনিক কার্যক্রম। প্রথম দিকে রাজশাহী ও পরে চট্টগ্রামসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মেধাবী ছাত্রকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে দলের অনুসারী করা হয়।

আসাদুল্লাহ গালিব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছে পাঠায়। এ কারণে অর্থ আহরণের গতিও বেড়ে যায়। পরবর্তীতে কুয়েতের শাহাদাত-ই-আল হিকমা ও ইউকে ভিত্তিক দাতব্য চিকিৎসালয় হারামাইন, আসাদুল্লাহ গালিবের ব্যক্তিগত একাউন্টে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও দুস্থদের সাহায্যের জন্য মোটা অংকের টাকা অনুদান দেয়। এছাড়াও কুয়েতভিত্তিক রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ নামক একটি এনজিও ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। গোয়েন্দা সংস্থা এ এনজিওর সাথে জঙ্গী কানেকশনের প্রমাণ পায়। পরে ২০০৫ সালে এনজিওটি এদেশ থেকে চলে যায়। তবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানায়, এনজিওটি এখনো বে-নামে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার মিরপুর হারামাইন কলেজের আড়ালেও চলে জঙ্গি কার্যক্রম। কুয়েতভিত্তিক শাহাদাত-ই-আল হিকমা নামের অপর একটি এনজিও বাংলাদেশে চালু করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী শাহাদাত - ই-আল হিকমা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২টি নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন এখনো সক্রিয় বলে ঘোষণা করে। এসব সংগঠনের মধ্যে শাহাদাত-ই-আল হিকমার নাম উঠে এসেছে। আমেরিকার শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও এফবিআইয়ের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০০৪ সালের ৩০ জুন আমেরিকা সরকার ইউকের দাতব্য চিকিৎসালয় হারামাইনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে ডিবি পুলিশ হারামাইনের ৭ কর্মকর্তাকে উত্তরা থেকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যও পায়। কিন্তু নানা আন্তর্জাতিক চাপের মুখে আটককৃতদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আসাদুল্লাহ গালিব গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার শিমুলতলি মাদ্রাসায় তার সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে। ওই মাদ্রাসায় শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই নিয়মিত বৈঠক করতো। পরবর্তীতে বৈদেশিক সাহায্যের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই আসাদুল্লাহ গালিবের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। পরে শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই আলাদা সংগঠন গড়ে তোলেন। শিমুলতলি মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহন করে কুয়েতভিত্তিক রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি। এই এনজিওটি তাওহিদ ট্রাস্টের মাধ্যমে বগুড়ার নশিপুরে আল মারকাজুল ইসলামী ওয়া দারুল আইতাম, বাগেরহাটের কালিদিয়ায় আল মারকাজুল ইসলামী আস সালাফি ও সাতক্ষীরা বাঁকাল নামক স্থানে আল মারকাজুল ইসলামী দারুল হাদিস, রাজশাহীর নওদাপাড়ায় আল মারকাজুল ইসলামী আস সালাফি, ঠাকুরগাঁও, রাণী শংকৈল-এ আল ফুরকান ইসলামী সেন্টার ও রংপুর থেকে প্রায় ৪০ কি. মি. অঙ্গেপাড়া গাঁয়ে ক্যাডেট কলেজের আদলে একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলে। মূলতঃ এই ক্যাডেট মাদ্রাসায় জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই ক্যাডেট মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয় বোমা বিশেষজ্ঞ নসরুল্লাহকে। পরে রাঙামাটিতে বোমা বানানোর সময় নসরুল্লাহ মারা যায় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট। দেশের ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলা হয়। ওই ঘটনায় চট্টগ্রামে ৮টি মামলা হয়। মামলার আসামী হিসেবে ৩০ আগস্ট আহলে হাদীসের আমির ড. আসাদুল্লাহ গালিবের ভাগ্নে সদরুল আনাম, আরশাদুল আলম, সাত্তার মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম ও আবুল কালামকে গ্রেফতার করা হয়। আরশাদুল আলম পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে জানায়, জঙ্গী মোহাম্মদ ৬-৭ আগস্ট ৫০ কেজি ওজনের ২টি সারের বস্তায় বোমা তৈরির বিস্ফোরক এনে দক্ষিণ পাহাড়তলির ঝাউতলা আহলে হাদিস মসজিদে রাখে। পরে এসব বিস্ফোরক ছোট ছোট কার্টুনে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এসব বিস্ফোরক দিয়েই

দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। বোমা তৈরির পাউডার যোগাড়ে সহায়তা করেন আসাদুল্লাহ গালিবের আপন ভাগ্নে সদরুল আনাম। সদরুল আনাম চট্টগ্রাম সরকারি সার কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন কারখানা থেকে ১১শ ৮২ টন সার তৈরির কাঁচামাল রক সালফার উধাও হয়ে যায়। রক সালফার বিস্ফোরক তৈরির অন্যতম উপাদান। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এসব রক সালফার জঙ্গীদের হাতে পৌঁছে দেয় সদরুল আনাম। পরবর্তীতে ৪ দলীয় জোট সরকার পুলিশকে দিয়ে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দূর্বল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বাধ্য করে। এতে আসাদুল্লাহ গালিবের ভাগ্নেসহ ৬জনই ছাড়া পেয়ে যায়। শায়খ রহমান ও বাংলা ভাই চলে যাওয়ার পর মাদ্রাসার সেক্রেটারি অধ্যাপক রেজাউল করিমকে সাথে নিয়ে জঙ্গী কার্যক্রম চালু রাখা হয়। পরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অধ্যাপক রেজাউল করিমের সাথেও দ্বন্দ্ব হয়। তারই জের ধরে ২০০০ সালে আহলে হাদীস বিভক্ত হয়ে পড়ে।

আহলে হাদীস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক নেতা অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র খালিদ সাইফুল্লাহ এ প্রতিবেদককে বলেন, আহলে হাদীস প্রথম দিকে মেধাবী ছাত্রদের টার্গেট করে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যাবতীয় খরচ বহন করতো তারা। তিনি জানান, পড়াশুনা শেষে তাদের ভালো চাকরির কথাও বলা হয়। খালেদ কুমিল্লা বোর্ডের এস এস সি ও এইচ এসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম সারির ছাত্র। পরিবারের অসচ্ছলতা ও ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন হওয়ায় সহজেই তাকে কাছে টানতে পেরেছিল আহলে হাদীস। পরবর্তীতে তিনি জঙ্গী কানেকশনে জড়িয়ে পড়েন। নিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে সংগঠনের কার্যক্রম থেকে সরে যান। এরপর শুরু হয় জঙ্গীদের নজরদারি। ঢাকায় আত্মগোপনে থাকে টানা ২ বছর। কোন বাসায় দুই মাসের অধিক থাকতে পারেননি। সংগঠনের যাবতীয় তথ্য জেনে ফেলায় তাকে কুমিল্লায় গ্রামের বাড়িতে হত্যা করতে যায় জঙ্গীরা। এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে বিদেশ পাড়ি জমান। পরে সাইফুল্লাহ তার পুরো পরিবারকে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তবে তার পরিবার কোথায় থাকে তা জানা সম্ভব হয়নি। ২০০৮ সালের শেষের দিকে আহলে হাদীসের আমির ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব নওগাঁ জেলা কারাগার থেকে ছাড়া পান। তাকে গ্রেফতার করতে পারলে দেশে জঙ্গী মদদদাতা ও জঙ্গীদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে। একই সাথে দেশে প্রকৃত জঙ্গী সংগঠনের সংখ্যাও পাওয়া যাবে বলে গোয়েন্দা সূত্র জানায়।" **কী মন্তব্য করবেন এ লেখার বিরুদ্ধে লেখক ও সম্পাদক সাহেবেরা?**

সুধী পাঠকের সামনে দৈনিক প্রথম আলো ১৫ মার্চ '০৯ এর- আরও একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। যার কোন প্রতিবাদ আমাদের সামনে এ পর্যন্ত আসেনি।

"টাকার হিসাব নিয়ে বিবাদ, ভাঙনের মুখে আহলে হাদীস (আন্দোলন)"

"বিদেশ থেকে আসা টাকার খরচের হিসাব না থাকা, সংগঠনের আমীর আসাদুল্লাহ আল গালিবের স্বেচ্ছাচারিতা, রাজনৈতিক দল গঠনে তাঁর 'হঠাৎ' অনাগ্রহসহ বিভিন্ন অভিযোগে ভাঙনের মুখে পড়েছে আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ।"

সংগঠনের দুই সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর মুছলেহুদ্দীন ও আবদুস সামাদ সালাফীর সঙ্গে গালিবের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ পরিষদ আমেলার (কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ) ১৩ সদস্যের অধিকাংশই গালিবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। সারাদেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও এই বিভক্তি ছড়িয়ে পড়েছে। দলের ঢাকা, গাজীপুর, বগুড়া, যশোরে কর্মপরিষদ সদস্যসহ বিভিন্ন জেলার নেতা-কর্মীরা গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে আহলে হাদীসের বার্ষিক ইজতেমা বর্জন করেছেন।

আসাদুল্লাহ আল গালিবের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের অন্য নেতাদের মতকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন না, নিজের স্ত্রীকে সংগঠনের নারী শাখার আহ্বায়ক করেছেন, ছেলে আহমদ আবদুল্লাহ সাকিবকে করেছেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এছাড়া নাতি হোসাইন আল মাহমুদকে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

সম্প্রতি আসাদুল্লাহ আল গালিবের কাছে চিঠি লিখে আহলে হাদীস যুবসংঘের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেন।

বিদেশ থেকে আসা টাকার হিসাব নিয়ে বিরোধ ঃ

সংগঠনের একটি অংশের অভিযোগ, আহলে হাদীস আন্দোলনের নামে আল-আরাফাহ ব্যাংকে সংগঠনের একটি হিসাব আছে। এই হিসাবে টাকা না এসে গালিবের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মাসিক আত তাহরীক-এর সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেনের ব্যাংক হিসাবে আসে। এই টাকা খরচের হিসাব নেই।

তবে সাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত হিসাবে নয়, তাহরীক-এর হিসাবে টাকা আসে।
গত ১৪ জানুয়ারি রাজধানীর বংশালে সংগঠনের কার্যালয়ে গালিবের সঙ্গে এক বৈঠকে ঢাকা জেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের পক্ষ থেকে সংগঠনের মজলিসে আমেলার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর করাসহ নয় দফা দাবি জানানো হয়।
এরপর গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে গালিবের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ১০ সদস্যের বৈঠকে আহলে হাদীসের নেতারা ১৯টি দাবি তুলে ধরেন। এগুলোর মধ্যে ছিল আন্দোলনের নামে বাইরে থেকে টাকা সাংগঠনিক হিসাবে আসতে হবে, বাইরে থেকে এ পর্যন্ত যত টাকা এসেছে তার খরচের পূর্ণাঙ্গ হিসাব পেশ করা, সংগঠনের আমীরের মাসিক ভাতা নির্ধারণ করা প্রভৃতি।
বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সূত্র জানায়, ১৯ দফার বিষয়ে আমেলার সদস্যরা চাপ দিলে গালিব বলেন, তিনি সংগঠনের আমীর। তিনি কারও কথা শুনতে বাধ্য নন, বরং অন্যরাই তাঁর কথা শুনতে বাধ্য।
এ বিষয়ে জানতে গালিবের ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গালিব সাহেব ব্যস্ত আছেন।' পরে তিনি নিজে ফোন করে জানান, গালিব এ বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না।

ইনসাফ পার্টি গঠনে অনীহা এবং সাবেক দুই ভারপ্রাপ্ত আমীরের ভূমিকা অবহেলা ঃ

২০০৬ সালে গালিব জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কারাগারে থাকাকালে ইনসাফ পার্টি নামে দল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর সংগঠনের দুই সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আবদুস সামাদ সালাফী ও মুসলেহুদ্দীন একাধিকবার দল গঠনের ঘোষণা দেন। তবে গত ২৮ আগষ্ট জামিনে মুক্তির পর থেকে দল গঠনে অনাগ্রহ দেখাচ্ছেন গালিব।
ইনসাফ পার্টি গঠন করা হবে এবং এর নেতৃত্ব নিতে হবে–তৎকালীন সেক্রেটারি নূরুল ইসলামের এমন আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৌদি আরব ছেড়ে বাংলাদেশে আসেন মুসলেহুদ্দীন। তিনি ২০০৬ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে ইনসাফ পার্টির কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন।
আসাদুল্লাহ আল গালিবের ঘনিষ্ঠ সাখাওয়াত দাবি করেন, রাজনৈতিক দল করার দাবি আহলে হাদীসের মজলিসে শুরা অনুমোদন করেনি। তবে মুসলেহুদ্দীন ও সালাফী প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, দল গঠনের সিদ্ধান্ত একাধিকবার মজলিসে শুরা ও আমেলার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল।

আগের ভাঙন ঃ

১৯৮৯ সালে 'স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ' এনে জমিয়তে আহলে হাদীস থেকে গালিবকে বহিষ্কার করা হয়। গালিব অবশ্য বলেছেন, জমিয়তে কাজ করার পরিবেশ ছিল না। এরপর '৯৪ সালে তিনি আহলে হাদীস আন্দোলন গড়েন। ২০০১ সালে আবারও সংগঠনে ভাঙন ধরে। গালিবের বিরুদ্ধে সংগঠনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাওহীদ ট্রাস্টের দুই ট্রাষ্টি রেজাউল করীম ও আবদুস সামাদ অর্থ আত্মসাৎ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ আনেন। এ নিয়ে গালিব ও রেজাউল করীম পরস্পরের বিরুদ্ধে মোট ১৭টি মামলা করেন।

এসব মামলার জের ধরে তাওহীদ ট্রাস্টের সাত সদস্যের মধ্যে পাঁচজন আহলে হাদীস আন্দোলন ত্যাগ করেন এবং সামাদের (আবদুস সামাদ) নেতৃত্বে জামাতুত তাওহীদ নামে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলেন।

আরও একটি প্রতিবেদন যা 'আজকের সাতক্ষীরা'য় ৬ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করলাম–

কে এই তালেবান প্রশিক্ষক ...

আহলে হাদীস আন্দোলনের তিন নেতা লাদেনের সমর্থক মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণের নামে কোটি কোটি টাকা লোপাট

আহলে হাদীস আন্দোলন ও তার অঙ্গ সংগঠন আহলে হাদীস যুব সংঘের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে এই সংগঠন দু'টির তিনজন কর্মকর্তা ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক বলেও একটি গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পেরেছে। তারা ধারণা করছে এরা একজন ভারতীয় নাগরিককে দিয়ে তালেবানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ও আফগানিস্তানে পাঠাচ্ছে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র দাবি করেছে, এই সংগঠন দু'টি বিদেশী অর্থ আনুকূল্যে সাতক্ষীরায় জেলায় শতাধিক মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেছে। এতে কোটি কোটি টাকা যোগান দিয়েছে সৌদি আরব ও কুয়েতের ধন-কুবেররা। এই ধন-কুবেরদের সাথে ওসামা বিন লাদেনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে ঐ গোয়েন্দা সংস্থাটির ধারণা। তাই তালেবান প্রশিক্ষণ, যশোরের উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা, কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে হামলা প্রভৃতি ঘটনায় এদের হাত আছে কিনা খতিয়ে দেখেছে।

সূত্রটি আরও দাবি করছে, সৌদি আরব ও কুয়েত থেকে আনা কোটি কোটি টাকার সিংহভাগ কয়েকজন কর্মকর্তা আত্মসাৎ করেছেন। বুলারআটি, কাকডাঙ্গা, বোয়ালিয়া, মানিকহার, গড়েরডাঙ্গা, কাদাকাটি, চাঁদপুর, আলীপুর, নারায়নজোল, কলারোয়াসহ শতাধিক স্থানে এরা মসজিদ নির্মাণ করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। এদের মধ্যে বদরুজ্জামান, লুৎফর রহমান, আব্দুর রহমান মাস্টার, ঠিকাদার ইমদাদ, হাজী আবু বক্কর সিদ্দিক, আব্দুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। এখন এদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ঈর্ষনীয়, এরা সবাই ডঃ গালীবের পরস্পর আত্মীয়-স্বজন।

সূত্রটি বলছে, সংগঠন দু'টির আচার-আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় ইতোপূর্বে পুলিশ গোপন তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। আর গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা আহলে হাদীস যুব সংঘ সাতক্ষীরা জেলা শাখার সভাপতি ভারতীয় নাগরিক .... ওপর কড়া নজর রেখেছে।

আহলে হাদীস আন্দোলন সাতক্ষীরা জেলা শাখায় আভ্যন্তরীন কোন্দল দেখা দেয়ায় নাম মাত্র একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই কমিটির সভাপতি হলেন আব্দুর রহমান মাস্টার, সহ-সভাপতি মাওঃ ছহির উদ্দীন ও সেক্রেটারী মাস্টার আমিন উদ্দীন। কমিটির আর কোনও পদে আর কোনও লোক নেই। এ কথা জানান, আহলে হাদীস ট্রাস্টের ম্যানেজার বদরুজ্জামান। কোনও সচেতন লোককে এই কমিটিতে নেয়া হয় না।

এদিকে মাওলানা আহছান ও বদরুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর তারা নির্যাতন চালান। ছাত্রদের হাতে ১শ' টাকার নোট দিয়ে ছবি তোলেন আবার সেই টাকা ফেরত নেন। ফেরত না দিলে মারপিট করেন। এই টাকা আগে কখনও ফেরত নেয়া হত না।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা এতিম ছাত্রদের জন্য সংগৃহীত টাকায় দুপুর বেলায় রান্নাবান্না করে খায়। দাবি উঠেছে, এতিম ছাত্রদের রক্ষা করার।

সুধী পাঠক!

৩রা অক্টোবর ২০০৯ প্রকাশিত দৈনিক 'প্রথম আলো' ঢাকা-এর এ প্রতিবেদনটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!

আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর আসাদুল্লাহ আল গালিবের বিরুদ্ধে জঙ্গী প্রশিক্ষণের অভিযোগ করেছেন তাঁর সাবেক সহযোগী আব্দুস সামাদ সালাফী। গতকাল শুক্রবার রাজশাহী শহরে একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। আসাদুল্লাহ গালিব গ্রেফতার হওয়ার পর আহলে হাদীস আন্দোলনের সাবেক জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির আবদুস সামাদ সালাফী সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত আমির ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে সালাফী অভিযোগ করেন, তাওহিদ ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহীর নওদাপাড়ায় আল-মারকাজুল ইসলামী কমপ্লেক্সে (মাদ্রাসা) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কিছু শিক্ষার্থীকে দাওরা ক্লাসের নামে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আসাদুল্লাহ গালিব এসব শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে মাদ্রাসায় বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। অভিযোগকারী সালাফী এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

সংবাদ সম্মেলনে দাবী করা হয়, মাদ্রাসায় আসাদুল্লাহ গালিবের তৈরি আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুব সংঘ, আহলে হাদীস সোনামনি সংগঠন ও মাসিক আত-তাহরিক পত্রিকার কার্যালয় রয়েছে। এসব সংগঠনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী। এছাড়া আসাদুল্লাহ গালিব শহরের নওদাপাড়ায় তাওহিদ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবৈধভাবে বসবাস করছেন। আর নিচতলায় তাঁর কার্যালয় রয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদীস আন্দোলনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, মাদ্রাসা রক্ষা কমিটির সভাপতি সিয়াম উদ্দিন, জামায়াতে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুল লতিফ ও তাওহিদ ট্রাস্টের সদস্য কফিল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মাদ্রাসা থেকে অবৈধ শিক্ষার্থী ও সংগঠন অপসারণের দাবি জানান।

রেজাউল করিম ২০০৩ সালে সালাফীকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। সেই বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের পর তাঁদের নেতৃত্বে গত বছর

জামায়াতে আহলে হাদীস নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলা হয়। রেজাউল করিম এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে রেজাউল করিম বলেন, তিনি জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীনের (জেএমবি) শুরুর দিকে সংগঠনটির শীর্ষ নেতা শায়খ আবদুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তাঁর দাবি, আসাদুল্লাহ গালিবের নির্দেশে তিনি ওই বৈঠক করেছিলেন। সে সময় শায়খ রহমানের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় বলেও জানান তিনি।

(এ ব্যাপারে জানতে আসাদুল্লাহ আল গালিবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিনিধি সাখাওয়াত হোসেন কথা বলেন, সাখাওয়াত হোসেন বলেন, জঙ্গি প্রশিক্ষণের অভিযোগ মিথ্যা। মাদ্রাসায় ২৪ ঘন্টা পুলিশ পাহারা থাকে। গালিবের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। অথচ রেজাউল করিম নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, তিনি শায়খ আবদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরই এখন গ্রেফতার হওয়ার কথা।

তাওহিদ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসাদুল্লাহ গালিবের থাকার ব্যাপারে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তিন মাস আগে তাঁরাও সেখানে ছিলেন। তখন তাঁরা কেন এ প্রশ্ন তোলেননি।

সাখাওয়াতের দাবি, জামায়াতে আহলে হাদীস বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কাঁধে ভর করে তাদের প্রতিষ্ঠানটি দখল করার চেষ্টা করছে। তাওহিদ ট্রাস্ট আহলে হাদীস আন্দোলনের একটি শাখা।)

সুধী পাঠক!

১৮ আগস্ট ২০০৯ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত এ প্রতিবেদনের ব্যাপারে লেখক ও সম্পাদকের অভিমত কী? দেখুন তো এতে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কোনো ষড়যন্ত্র নেই তো?

রাজশাহীতে আহলে হাদীস আন্দোলন ভেঙে জামায়াতে আহলে হাদীসের আত্মপ্রকাশ

অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের জের ধরে বাংলাদেশ আহলে হাদীস আন্দোলন ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেছে জামায়াতে আহলে হাদীস নামের আরও একটি নতুন

ইসলামি সংগঠনের। ইতিমধ্যেই কুমিল্লার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদকে আমীর করে ১৭ সদস্যের কার্যকরী কমিটিসহ ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলোচিত আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফী এ সংগঠনের নায়েবে আমীর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। জানা গেছে, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটকে সমর্থন করা, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও বহুল আলোচিত আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে আহলে হাদীস আন্দোলনে। আহলে হাদীস আন্দোলন ও তাওহিদ ট্রাস্টের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব এবং নায়েবে আমীর ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্য রূপ পেয়েছে। এ নিয়ে এখন বিরাজ করছে উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা। এ অবস্থায় মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন ও সংশ্লিষ্টদের কঠোর গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে রেখেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আহলে হাদীস আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য জামায়াতে ইসলামপন্থীদের ষড়যন্ত্রের কারণে এ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ড. গালিব সমর্থকরা। এর আগে আহলে হাদীস আন্দোলন ও তাওহিদ ট্রাস্টের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব কারাগারে থাকা অবস্থায় ২০০৭ সালে আহলে হাদীস আন্দোলনের নায়েবে আমীর আবদুস সামাদ সালাফীর নেতৃত্বে ইনসাফ পার্টি নামের একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করা হয়। এদিকে রাজশাহী মহানগরীর উপকন্ঠে নওদাপাড়া এলাকায় অবস্থিত আহলে হাদীস আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা আস মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন এর অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফী। কিন্তু মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবদুল লতিফ দাবী করেছেন, মাদ্রাসায় রোজার ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফী জানান, ২০০৫ সালে জঙ্গি মামলায় আটক হন আহলে হাদীস আন্দোলনের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব। গত বছরের ২৮ আগস্ট জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে বহিরাগতদের আশ্রয় দেন। বহিরাগতরা কিছু শিক্ষকের সহযোগিতায় মাদ্রাসায় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করে। এ ঘটনার পর থেকে মাদ্রাসায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পরিস্থিতির অবনতির পর বহিরাগতদের বের করতে না পেরে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করেছেন বলে অধ্যক্ষ

আবদুস সামাদ সালাফী জানান। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফী আহলে হাদীস আন্দোলনের নায়েবে আমীর ছিলেন। গত এপ্রিলে ১০ জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ড. গালিবের বিরুদ্ধে সংগঠনবিরোধী তৎপরতার অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন। প্রথমে জামায়াতে আহলে হাদিসের নেতৃত্ব মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ সালাফী দিলেও, আমীর হয়েছেন কুমিল্লার অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ। তার বিরুদ্ধে আদালতে মাদ্রাসা ও তাওহিদ ট্রাস্টের ১ কোটি ৩৮ লাখ টাকার দুর্নীতির মামলা রয়েছে। ওই মামলায় ড. গালিবও আসামি।

এ ব্যাপারে আহলে হাদীস আন্দোলন ও তাওহিদ ট্রাস্টের আমীর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

সুধী পাঠক!

২১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত নতুন প্রভাত নামক পত্রিকায় ড. গালিব সমর্থক দুই রাবি ছাত্র আটক ঃ নওদাপাড়ায় জুম্মার নামাজে যাওয়ার পথে মাওলানা সালাফীকে রং নিক্ষেপ ঃ

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় আহলে হাদীস আন্দোলন পরিচালিত কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার সময় আহলে হাদীস যুবসংঘ অফিসের কাছে মাদরাসা সুপার আবদুস সামাদ সালাফীকে পলিথিনে পুরে রং মিশানো পানি নিক্ষেপ করা হয়েছে। রং মিশানো পানি নিক্ষেপকারী আ. সামাদ ও আশরাফুল ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের সমর্থক বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে শাহ মাখদুম থানা পুলিশ রাবি আরবি বিভাগের ওই দুই ছাত্রকে আটক করে।

জানা যায়, গতকাল শুক্রবার আব্দুস সামাদ সালাফীকে আহলে হাদীস যুবসংঘের ৩য় তলায় ওৎ পেতে থাকা অবস্থায় ওই দুই ছাত্র রং মিশানো পানি নিক্ষেপ করে। এতে সালাফীর সমস্ত শরীর, জামা-কাপড় লাল হয়ে যায়। আবদুস

সামাদ ও আশরাফুল রাবি ছাত্র হলেও তারা নওদাপাড়া মাদরাসায় ড. গালিবের তত্ত্বাবধানে থাকে বলে সালাফী সমর্থকরা জানান। মতিহার থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, আ. সামাদ ও আরিফুলকে গতকাল মসজিদ থেকে সালাফীকে রং নিক্ষেপের দায়ে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে আর এমপি'র ৮০ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ড. গালিব জামিনে কারামুক্ত হওয়ার পর থেকে আহলে হাদীস আন্দোলন ও মাদরাসা নিয়ে সালাফীর সাথে চলতি বছরের প্রথম দিক থেকে বিরোধ চলে আসছে। এ ঘটনা তারই জের হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে জানা গেছে, আটককৃত সামাদের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় এবং আরিফুলের বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাজরাপুর গ্রামে।

প্রিয় পাঠক!

২৪ আগস্ট ২০১২ সালে দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হলো–

রাজশাহীতে গালিবের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা ঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের আমির আসাদুল্লাহ আল গালিবের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি বেআইনিভাবে ব্যবসায়ে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে দুদকের রাজশাহী সমন্বিত বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ মতিহার থানায় ১৫ আগস্ট মামলাটি করেন।

মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, সরকারি বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত থেকে গালিব অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাভজনক ব্যবসা করতে পারেন না। এ কাজ করে তিনি দন্ডবিধির ২১ ধারায় অপরাধ করেছেন। একই সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(১) ধারায় অপরাধ করেছেন।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, গালিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকার সময় সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে তাওহীদ ট্রাস্ট নামের একটি সোসাইটি গঠন

করেন। যা পরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে নিবন্ধন করা হয়। তিনি এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ১৯৯৩ সালের ৩১ মে এর নিবন্ধন হয়। এছাড়া সারা দেশেই কার্যালয় খোলার কথা ট্রাস্টের নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। এর সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটিতে তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিবন্ধন করা হয়।

মামলার আরজিতে আরও বলা হয়, কুয়েতের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স গালিবকে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সমাজকল্যাণের স্বার্থে ১৯৯০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ১৭ লাখ ৬১ হাজার ৩৭৬ টাকার পে-অর্ডার দেন। ওই পে-অর্ডার তিনি নিজ নামে ইসলামী ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখায় জমা করেন। পরে ব্যাংক থেকে ওই টাকা তুলে তিনি বিভিন্ন খাতে খরচ করেন।

দুদকের অনুসন্ধানে এই ট্রাস্টের নামে মতিঝিল স্থানীয় শাখা এমএসএনডি ও চলতি হিসাব ১২টি এবং বগুড়া শাখায় একটি হিসাব পাওয়া যায়। এগুলোতে এতিম ফান্ড, মসজিদ ফান্ড, সদকা ফান্ড, এগ্রিকালচার ফান্ডসহ বিভিন্ন হিসাব রয়েছে। মামলার বিষয়টি স্বীকার করে আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, তিনি যা করেছেন জনকল্যাণের স্বার্থেই করেছেন।

জমঈয়তে আহলে হাদীস হতে আলাদা হয়ে যাওয়া তো অনেকদিন হয়ে গেল এবং এ আলাদা হওয়া বেশ পাকা পোকতো হয়ে গেছে ১৯৯৪ হতে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে তাদের সেই কথিত আন্দোলন আরও কয়েকভাগে ভাগ হলো। এখন আবার নতুন করে সেই জমঈয়তকে নিয়ে সমালোচনা কেন? তোমরা সংগঠন ভালভাবে পরিচালনা করতে পার কর, জমঈয়তের ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কে দিল? বায়আত কর, করাও, কোরআনের কোন কোন আয়াত না পড়ে ১৪ বছর ধরে তার আদেশ ইতোপূর্বে মওকুফ করে রাখ, বিদেশী টাকা আছে যা ইচ্ছা তাই করো জমঈয়ত নিয়ে তোমাদের এত ভাবতে কে বললো? কবে গোরাবায়ে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠিত হলো, আর তারা ইমামত ও বায়আতের বিধান চালু করলো, কবে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ও আল্লামা হাফেজ আব্দুল্লাহ গাজীপুরী অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করলেন কি করলেন না তাতে তোমাদের কি? সুধী পাঠক এই আহলে হাদীস কনফারেন্সের পরবর্তী নাম অল ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীস বা জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশ তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় জমঈয়তে আহলে হাদীস, হিন্দ; পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস ও পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে

হাদীস নামে কার্যক্রম শুরু হয়। তাছাড়া বর্তমানে সারাবিশ্বে জমঈয়তে আহলে হাদীস নামেই তৌহিদ ও সুন্নাহ প্রচার করছে কোথাও কোন অনাকাঙ্খিত বিরোধ, ছোট খাট মাসআলা নিয়ে ফতোয়াবাজী নেই। কিন্তু বাংলাদেশী আন্দোলনের হোতা তো দুই আজান (জুমআর দিনে) আর মোনাজাত নিয়ে আকাশ পাতাল একাকার করে ফেলছে। আর দল ভাঙার জন্য বাহানা খুঁজছে ১৮৯৫ সালে জনাব মাওলানা মরহুম আব্দুল ওয়াহাব দেহলবী সাহেবের গোরাবায়ে আহলে হাদীস নামক আলাদা সংগঠনকে। তখনকার বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে হয়তো তাঁকে একটা সংগঠন করতে হয়েছিল যেহেতু তার পূর্বে আহলে হাদীসদের কোন সংগঠন ছিল না। সুধী পাঠকবৃন্দ, এরা তো পরের গালে ঝাল খেয়েছে। আর আমি ঐ গোরাবায়ে আহলে হাদীসদের মাদ্রাসা দারুস সালামের ১৯৭২ সালের ছাত্র। আমরা ঐ বছর ঐ মাদ্রাসা হতে 'দাসতারে ফজিলত' লাভ করি মাওলানা আব্দুল আজিজ নূরেস্তানী সহ আমরা প্রায় সব শেষ বর্ষের ছাত্র কট্টর জমঈয়তপন্থী ছিলাম। এরপর নিখিল ভারত জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠনের লক্ষ্যে বিহারের আরার শহরে সর্ব ভারতীয় আহলে হাদীসদের সমন্বয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৯০৬ এর ১৮-১৯ শে মার্চ আহলে হাদীস কনফারেন্স নামেই সংগঠনের নামকরণ করে। পরবর্তীতে কনফারেন্সের পরিবর্তে জমঈয়ত শব্দ সংযোজন করা হয় এবং ভারত বর্ষে কোথাও কোথাও ২/৫ জন গোরাবায়ে আহলে হাদীস থাকলেও সমস্ত আহলে হাদীস ভাইয়েরা ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে জমঈয়তের পতাকাতলে সমবেত হয়ে কোরআন সুন্নাহ প্রচারে ব্রতী হন।

পাঠক তাহলে কি একথা বলা যায়, ১৯০৬ সালে আহলে হাদীস কনফারেন্স অথবা জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ ও পশ্চিম পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস ও পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস বা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কোন আলাদা সংগঠন? ভৌগলিক কারণে দেশ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক যেহেতু কর্মক্ষেত্র দেশ বিভাগের কারণে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু উদ্দেশ্য লক্ষ্য গন্তব্য একই। যে কারণে আমরা জমঈয়তের গত কনফারেন্সেও দেখলাম একই স্টেজে পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি প্রফেসর আল্লামা সাজেদ মীর ও তার সফর সঙ্গী মারকাজী জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রচার সম্পাদক, শাইখ আব্দুর রশিদ হেজাজী অপরদিকে জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ এর সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফেজ আল্লামা শাইখ আয়নুল বারী। তাহলে মূলতঃ জমঈয়তে আহলে হাদীস দেশ বিভাগের পরও এক সংগঠনের মত কাজ করছে তাছাড়া নেপালের শাইখ আব্দুল্লাহ মাদানী

ইতিপূর্বে আমাদের কনফারেন্সে শুভাগমন করেছেন। শুধুমাত্র হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান নয় বরং সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমনকি বৃটেনের বার্মিংহাম জমঈয়তে আহলে হাদীস ও একই নামে পরিচিত হতে গর্ববোধ করে। সকল দেশে সকল ভাষায় সকলেই জমঈয়ত শব্দ বোঝে, কেবলমাত্র বাংলাদেশের অতি বাঙালী কিছু লোক যেমন 'যুবসংঘ' বাংলায় নাম না হলে বোঝে না, তেমনি আন্দোলন না হলে বোঝে না। অথচ তারা আবার কখনও কখনও এক সংগঠনের তিনভাবে নাম দেখিয়ে প্যাড ছেপে ব্যবহার করছে।

جمعية شبان اهل حديث بنغلاديش

আহলে হাদীস যুবসংঘ এবং Ahlee Hadees Youth Assosiation কি অদ্ভূত ব্যাপার নিজেকে যদি কেউ হেয় করতে চায় এটা তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারপর এজন্য দলিল হলো বিএনপি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হলে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে। তারপর আমীরে জামায়াত শব্দের ব্যবহার তো তারাই করতে পারে যাদের সংগঠন জামায়াত নামের সাথে সংযুক্ত, যেমন জামাআতুল মোজাহেদীন, জামাআতে ইসলাম ইত্যাদি। যেহেতু আমীর নাম গ্রহণ করেছি এখন তো আর আমীরে আন্দোলন বলা যায় না তাই এখন আর অসুবিধা নেই সকলেই তাদের নেতাকে আরবি নামেই চিনবে অসুবিধা ছিল শুব্বান চিনতে, বলতে, নামকরণ করতে। অদ্ভূত ব্যাপার স্যাপার। তাই আমীর সাহেব যা বলে সেইটাই নীতি, আদর্শ, কর্মসুচী। অনুসরণ যখন করা শুরু করেছি তখন চোখ খুলে আর দেখার দরকার নেই। যেমন সাতক্ষীরার এক এলাকার এক গালীবভক্ত বলেই ফেলেছে যে, গালীবের পথ যখন অনুসরণ করেছি তাতে যদি জাহান্নামেও যেতে হয় দুঃখ নেই। বলিহারী ভক্ত এই না হলে আন্দোলন ?

এছাড়া এ কথিত আন্দোলনের অন্য পাতিনেতা ও কর্মীরা রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের মত বেশ উগ্র হয়ে জনগণের সামনে এসেছে কোন মুরব্বীর সম্মান রেখে কথা বলতে হয়, একথা তারা সেই রজনৈতিক দলের কর্মীর মত ভুলে গেছে। তারা যখন তখন মিথ্যাচার করতে এমনি কি যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বেশ পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ২৫ বছর যে ময়দানে ঈদের নামাজ হতো সেটা দখল করার, সরকার দলীয় মেয়রের কাছে মিথ্যাচার করে সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সেই

মাঠ, চর দখলের মতো দখল করে নিল স্বদম্ভে : একটিবার চিন্তা করলো না এভাবে দখলের রাজনীতি কতদিন চলবে। কলারোয়া উপজেলা সদরে মেইন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে স্বয়ং ড. মরহুম এম এ বারী (রহঃ) উদ্যোগ নিয়ে জমঈয়তের নামে জমি কিনে দিলেন 'হিন্দু কানুন গো'র সাথে যোগাযোগ করে দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাঙ্গামা করে সেই জমি দখল করে নিল। তারপরও তারা কোন মুখে একথা বলে তারা নাকি আহলে হাদীস ঐক্যের জন্য বহু চেষ্টা করেছে? আল্লামা মরহুম আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী (রহঃ) কে যারা ব্যঙ্গ করতে পারে তাও প্রকাশ্য সভা সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে 'তাহরীকে তাহরীফ' করতে পারে...। তারা পারে না এমন কাজ নেই তারা শুধু পারে না আহলে হাদীসদের ঐক্য বজায় রাখতে। তাই লেখক পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় মিথ্যা প্রচারণার জবাবে যে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে তা যুক্তির ধোপে টেকে না।

তারা ঐ ২০ পৃষ্ঠা 'দ্বিতীয়তঃ' গালিব সাহেবের ১৯৯৪ সালে মুরব্বী সংগঠন হতে মুরশিদ সংগঠন আন্দোলন নাম দিয়ে যে কর্মকান্ড করেছেন তাকে বৈধতা দিতে ১৮৯৫ সালে গোরাবায়ে আহলে হাদীস, তারপর ফোকারায়ে আহলে হাদীস এবং উমারায়ে আহলে হাদীসের ইতিহাস তুলে ধরে ৯৪ সালের আন্দোলন নামে সংগঠন তৈরির বৈধতা তালাশ করেছে। ১৮৯৫ সালের সংগঠনের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে কি ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সসহ অন্যান্য দলগুলো তৈরি হয়েছিল? জমঈয়তের সাথে আন্দোলনের যে অহিনকূল সম্পর্ক তা কি তাদের মধ্যে কখনও বিরাজ করেছিল? জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ তো 'আহলে হাদীস কনফারেন্সের পরবর্তী পরিবর্তিত নাম এবং দেশ বিভাগের কারণে মরহুম আল্লামার নেতৃত্বে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস তারই আঞ্চলিক নাম। যেহেতু দেশ বিভাগের কারণে হিন্দুস্থান জমঈয়তকে আলাদা নেতৃত্বের অধীনে, পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তকে সেখানের নেতৃত্বে অধীনে এবং পূর্ব পাক জমঈয়ত এই অঞ্চলের নেতৃত্বে কাজ করতে হয়েছে। উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-প্রোগ্রাম একই শুধু দেশ বিভাগের কারণে নেতৃত্ব আলাদা, কিন্তু ৯৪ সালে মুরব্বী সংগঠন হতে যে সংগঠন জন্ম নিল তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক থাকলো না, কারণ সেখানে পীরতন্ত্র, বায়আত, বাৎসরিক তাবলীগি, ইজতেমা, আমীরে জামাআত ইত্যাদি প্রবর্তন করা হলো। যেখানে জমঈয়তের গঠনতন্ত্র যা মরহুম আল্লামা কর্তৃক বিরচিত তিনি বললেন, আহলে হাদীস জামআতে প্রবেশে কোন ফিস নেই এবং কাউকে আমীর মানা বা কারও হাতে বায়আতের দরকার নেই। তাহলে সুধী পাঠক! এখন তো দু'জনার দুটি পথ'। একজনের বায়আত দরকার নেই, আর একজনের দরকার। একজনের আমীর মানতে হবে না আর

একজনের হবে। একজনের কালেমায়ে তাইয়্যেবায় মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সংযুক্ত বা অবিচ্ছেদ্য অংশ আর একজনের এক সাথে বলা যাবে না। (তবে ক্যালেন্ডারে উপর নিচ করে লেখা যাবে) একজনের কাছে প্রয়োজনে নেতা পরিবর্তন করা যাবে আর একজনের কাছে তিনি আমৃত্যু বহাল থাকবেন। (প্রয়োজনে সন্তানকে ওলি আহাদ করতে পারবেন) এ সব হয়ে যাওয়ার পর ২০০৩ সালে আর ঐক্যের চেষ্টা করার মতো মিথ্যাচার করার দরকার ছিল না (২১পৃষ্ঠা)

২১ পৃষ্ঠায় গালিব সাহেবের জেলে যাওয়া প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেই সাথে যাদের নাম উল্লেখ করে জেলে যাওয়ার কৃতিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে তা বড়ই হাস্যকর। গালিব সাহেবের জেলে যাওয়া আর তাদের জেলে যাওয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। না তারা সরকারের সাথে আপোষ করে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। তার কোন কেস দেশ, জাতি ও ইসলাম রক্ষার আন্দোলনের কারণে হয়েছে এ কথা তো আমাদের জানা নেই।

কোথায় ঐ সব ব্যক্তিত্বের জেলে যাওয়া আর কোথায় গালিব সাহেবের জেলে যাওয়া.........।

যদি সত্যিকার অর্থে তারা আহলে হাদীস মতাদর্শ তথা আহলে হাদীস আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠার জন্য এ সব কিছু করে থেকে থাকেন তাহলে গাইবান্ধার মোনাফেক সহ (তাদের ভাষায়) মোহতারাম নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফী (যিনি বায়আত করে বেহেস্তের পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন) ডঃ মোসলেহ উদ্দীন সহ গণ্যমান্য আন্দোলনী ভাইয়েরা এভাবে তাকে মাঝপথে একা ছেড়ে চলে গেলেন আর একটিবারের জন্য তারা ভাবতে পারলেন না এই আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ميتة جاهلية হয়ে গেলে তো সব গেল خسر الدنيا والاخرة তাদের তো এ কূল ওকূল দু'কূল গেল তাহলে কি হলো? কারণ কাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সুধী পাঠক নিজেদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রজ্ঞাকে শানিত করে বুঝতে চেষ্টা করুন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন লেখক 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' চেষ্টা করে জমঈয়তের ভাইদের আবারও একবার বিভ্রান্তিতে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। তবে আমরা আশা করছি যারা মরহুম মাওঃ আব্দুল্লাহেল কাফী অল

কোরায়শীকে দেখেছেন, জেনেছেন, পড়েছেন, তার রক্তে গড়া জমঈয়তে আহলে হাদীসকে ভালবাসেন যারা জমঈয়তের তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত তারা গভীর ষড়যন্ত্রের এই বই পড়ে ষড়যন্ত্রের কবলে পড়বেন না বরং احقاق حق و ابطال باطل সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ ও বাতিলকে বাতিল বলে বর্জন করতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে

যে হাদীস পেশ করে আবারও একবার ধোকা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে সেই হাদীস পেশ করে গালিব সাহেবের ইমারত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা তা পেশ করেছেন। 'তোমরা মুসলিম জামাআত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।' তাহলে যে দলের নামে জামাআত শব্দ নেই ও ইমাম শব্দ নেই সেটার কি হবে? যেমন জামাআতে গোরাবায়ে আহলে হাদীস ও তার নেতা ইমাম বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাহলে এ হাদীস উল্লেখ করার যে উদ্দেশ্য তা সফল হতো।

সুধী পাঠকবৃন্দ!

এ প্রসঙ্গে আমরা আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। প্রয়োজনে আমরা জনাব মাওলানা আব্দুস সামাদ সালাফী, জনাব শিহাবুদ্দীন সুন্নী, জনাব রেজাউল করিম প্রমুখ মহারথীদের সেইসব পত্র ও নোটিশগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য হব। যা আমাদের কাছে সযতনে সংরক্ষিত আছে।

আমরা আশা করি, সুধী পাঠকের কাছে এই প্রতিবেদনে সমস্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে যে, কথিত আহলে হাদীস আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন করে কেউ ষড়যন্ত্র করতে আসেনি বরং দীর্ঘদিন হতে জমঈয়তে আহলে হাদীসের মতো একটি আন্তর্জাতিক তৌহিদ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারাই নিজেরা ষড়যন্ত্র করে আসছে।

তাহলে কাঁচের ঘরে বসে লোহার দুর্গের ঢিল মারার মতো নির্বোধের মতো কাজ না করার জন্য লেখক ও সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানছি।

هذا ما عندى والله اعلم بالصواب

সমাপ্ত